মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দিনব্যাপী কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশনা ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সংস্কৃতি ও খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, প্রফেসর আব্দুল হামিদ ও প্রফেসর কাজী আশরাফুল আলমসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি সমর্থিত বনাম জামায়াত-বিএনপি মিশ্র প্যানেল; লড়াইয়ে ১৪ প্রার্থী

আজ মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের নির্বাচন। মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১১ টায় শুরু হবে ভোট গ্রহণ, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

দুটি প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন ১৪ জন। তবে দীর্ঘ আওয়ামী শাষণের পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ নির্বাচন। নির্বাচনে দুটি প্যানেলের একটিতে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল, অপরটি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত মিশ্র প্যানেল গঠণ করায় এ নিয়ে চলছে আলোচনা- সমালোচনা।

বিএনপি সমর্থিত প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারী পদে কাজী মিজান মেনন, সদস্য পদে মো: সামসুর রহমান, দবির হোসেন, নাজমুন নাহার রিনাও খ: মো: ইব্রাহীম আলী (লাল মিয়া) প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

অপর মিশ্র প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামায়াত নেতা আল আমিন ইসলাম বকুল, সেক্রেটারী সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, নির্বাহী সদস্য পদে জামায়াত নেতা নুর রহমান, বিএনপি নেতা একেএম আনোয়ারুল হক কালু, মাজাহারুল ইসলাম, মো: নজরুল ইসলাম ও সোহেল রানা।

এ প্যানেলে চারজন জামায়াত সমর্থিত এবং তিনজন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩৩ বছর পর আজ মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের ভোট

৩৩ বছর পর আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের নির্বাচন। দীর্ঘ সময় ধরে সদস্যদের সরাসরি ভোটের সুযোগ না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি কার্যত নেতৃত্বের একচেটিয়া দখলে পরিণত হয়েছিল বলে অভিযোগ সদস্যদের একটি অংশের।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ৩৩ বছর ধরে আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট একরামুল হক হীরা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি মেয়াদেই প্রস্তাবিত কমিটিই অনুমোদিত হওয়ায় নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এতে সংগঠনের ভেতরে নতুন নেতৃত্ব

গড়ে ওঠার সুযোগও সীমিত থেকেছে বলে মনে করেন অনেকে।

রেড ক্রিসেন্টের জেলা ইউনিটটি মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকলেও, সংগঠনটির গণতান্ত্রিক কাঠামো অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছিল বলে পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য। ভোট প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় এবার সেই স্থবিরতা কাটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভোটের ঘোষণা আসার পর থেকেই পুরনো সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই এটিকে ‘সংগঠনের পুনর্জাগরণের সূচনা’ হিসেবেই দেখছেন। কেউ কেউ বলছেন, এই নির্বাচন শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তনের নয়, বরং রেড ক্রিসেন্টের প্রতি আস্থা পুনর্গঠনেরও সুযোগ তৈরি করবে।

২০০১ সালে আজীবন সদস্য হওয়া আনোয়ারুল হক কালু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সদস্য হয়েছি প্রায় ২৪ বছর আগে, কিন্তু কোনো ভোট দিতে পারিনি। প্রতিবছরই প্রস্তাবিত কমিটি গঠিত হয়েছে, সদস্যরা শুধু সমর্থনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেছেন।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, ৪০ বছর আগে সদস্য হয়েছি। ২০০১ সাল থেকে আজীবন সদস্য। একবার ব্যাপক চাপের মুখে ১৯৯২ সালে ভোট হয়েছিল, তারপর আর কার্যনির্বাহী কমিটির ভোট হয়নি।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব রেড ক্রিসেন্টের কমিটিতেও কম নয়। অতীতে আওয়ামী লীগপন্থী নেতৃত্বের প্রভাবসহ একটি গোষ্ঠী নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রেখেছিল। এবার ভিন্ন ধারা থেকে প্রার্থীরা এগিয়ে আসায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
দীর্ঘদিন সমর্থন ভোটে মেহেরপুর ইউনিটের সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকা অ্যাডভোকেট একরামুল হক হীরার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যদি এই নির্বাচন স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এটি ভবিষ্যতে সংগঠনের গণতান্ত্রিক চর্চাকে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘চার-পাঁচ বছর হলো ইমরুল কায়েস ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিস্তারিত জানতে হলে বিভাগীয় ডাক পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে ইমরুল আমাদের এলাকার ছেলে, তারকা ক্রিকেটার, মেহেরপুরের গর্ব। তাকে নিয়ে নেতিবাচক কিছু না লিখলেই ভালো।’

বিভাগীয় ডাক পরিদর্শক অলক কুমার বিশ্বাস মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, ‘২০২১ সালে তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডিও অনুযায়ী ইমরুল কায়েসকে উজলপুর ডাকঘরের ইডিএ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাসিক সম্মানী ৪৫০০ টাকা। এটি লাভজনক কোনো পদ নয়।’

তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, যে ডাকঘর বাস্তবে নেই, সেখানে কীভাবে সরকারি নিয়োগ কার্যকর থাকে?

অস্ট্রেলিয়া থেকে মুঠোফোনে ইমরুল কায়েস বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন প্রতিবেদকের সাথে। তিনি ডাক বিভাগে তার সম্পৃক্ততা এবং সাম্প্রতিক সময়ে চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে নেন।

তিনি বলেন, ‘গ্রাম পোস্টমাস্টারদের কাজ চিঠি বিলি করা না। আমি পোস্ট অফিসের অনুরোধে তাদের সাথে আমার নামটি যুক্ত করেছি, যাতে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি পোস্টম্যানের ভুল, আমার নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘জলিল সাহেব এখন ওমরাহ করতে সৌদি আরব অবস্থান করছেন। দেশে ফিরলেই সমস্যা সমাধান করবেন।’
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখব, সত্যতা মিললে প্রয়োজনীয় করণীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা।’

স্থানীয়রা বলছেন, ইমরুল কায়েস দেশের একজন সফল ক্রিকেটার, তার পরিবারও প্রভাবশালী। ইমরুলের শ্বশুর জহুরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। এছাড়াও তিনি দেশের শীর্ষ একজন ঠিকাদার ও পরিবহন ব্যবসায়ী। তাদের অনেকেরই প্রশ্ন, গ্রামের কোনো দরিদ্র ছেলেকে এই পদে সুযোগ না দিয়ে এমন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়াটা কতটা ন্যায্য?

উল্লেখ্য, ইমরুল কায়েসের দাদা কায়েম বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া থেকে পঞ্চাশের দশকে মেহেরপুরে এসে বসতি গড়েছিলেন। তার দাদা ও

পিতার দুজনেই দুপুরবে গ্রাম পোস্টমাস্টার হিসাবে কাজ করেছেন। তার পিতা বনি আমিন বিশ্বাস ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

তবে, যে গ্রামে ডাকঘরের অস্তিত্বই নেই, যেখানে কর্মচারীরা দেশের বাইরে, সেই অফিসের মূল পদে একজন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার, এই নিয়োগ কতটা নিয়মতান্ত্রিক আর কতটা প্রভাবের ফল, সেটিই এখন মেহেরপুর জুড়ে আলোচনার বিষয়।

আ.লীগের লকডাউন প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

আওয়ামী লীগের ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচির বিরুদ্ধে এবং মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মিছিলে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা “স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জিন্দাবাদ” এবং “মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিল করো” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফায়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট

এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা শহীদ সংসদ জিয়া মঞ্চের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদ এবং জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্সসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেল চারটার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হন। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে থাকা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে দমকলের দল।

বাসভবনে একা থাকেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়নি বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার।

উল্লেখ্য, এ সময় সংবাদকর্মীরা ভেতরের ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ ধারণ করতে

গেলে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবলরা গণমাধ্যম কর্মীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার কমাতে মেহেরপুরে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একজন-দু’জন বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে। নদীতে ডুবে বা পুকুরে ডুবে মারা যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, তাদের সাঁতারটা জানা নেই। তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অন্তত তারা যদি সাঁতারটা জানে, তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো এড়ানো সম্ভব হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাঁতার প্রশিক্ষণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

বুধবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদে নবনির্মিত সুইমিং পুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরও বলেন, আজ মেহেরপুর সদরে সাঁতার কাটার এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হলো। অন্য উপজেলাতেওনির্দেশনা দেওয়া আছে, আজ থেকে সব উপজেলায় সাঁতার প্রশিক্ষণ চালু হবে। ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস টেন পর্যন্ত আপাতত পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে আমাদের ছেলে-মেয়ে যারা সাঁতার জানে না, তাদের এই পুকুরে বা নদীতে যেতে না দিই। সকলে একটু সচেতন থাকি, সতর্ক থাকি।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুরে প্রায়ই দেখা যায়, সাঁতার না জানার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। যোগদানের পর থেকেই এই

ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক বাচ্চা মারা যাওয়ার খবর শোনা গেছে। আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জানিয়েছি, যেসব শিক্ষার্থী সাঁতার জানে না তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে, যাতে কোনো বাচ্চা প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে অথবা সাঁতার না জানার কারণে মারা না যায় কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়।

এছাড়াও এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার রকিবুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

“বাংলা এডিশন” মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হলেন সেলিম রেজা

দেশের জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ‘বাংলা এডিশন’ প্রথমবারের মতো তিন বিভাগের জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন ধারার বাংলা এডিশন এর চেয়ারম্যান সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন ও সম্পাদক প্রকাশক মোঃ আল আমিন নির্দেশে মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক সেলিম রেজা। মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের রবিউল ইসলামের বড় ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বাংলা এডিশন নিউজ প্রধান মোঃ মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রটি গ্রহণ করেন তিনি।

প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিতিতে চিফ রিপোর্টার রাকিব জুয়েল, ন্যাশনাল ডেস্ক ও পোর্টাল ইনচার্জ বাদল হোসাইন, ন্যাশনাল ডেস্ক ইনচার্জ (ডিজিটাল) জাহিদ হাসান, ফজলে রাব্বী পলাশ (বিপণন ও মানবসম্পদ বিভাগ), ফয়সাল আহমেদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক) হেড অব

সোশ্যাল মিডিয়া, মোঃ খালিদ ওয়ালিদ তানভির চিফ অপারেটিং ইনচার্জ, ডেপুটি হেড অব নিউজ আতিক হাসান। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া হয় পরিচয়পত্র, নিয়োগপত্র, বাংলা এডিশনের লোগো সংবলিত বুম ও উপহার সামগ্রী।

বাংলা এডিশন এর দায়িত্ব পালনে মেহেরপুর জেলার সকল সংবাদকর্মীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

এদিকে, বাংলা এডিশন এর সুযোগ পাওয়ায় জেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মশাল মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে।

দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। কিন্তু জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ তার অনুসারীরা এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়ন ঘোষণা পর দিন থেকেই তারা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের গ্রুপ এবং বর্তমান জেলা সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছে। মোটরসাইকেল ও অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে উপজেলা বাজার হয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।

মশাল মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহবান জানান গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তন করে জেলা

বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলার কৃষকবৃন্দ।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়
৯০০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার, ১৬০ জন কৃষকের মাঝে তাহেরপুরি পেঁয়াজ বীজ ১

কেজি, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১,৭০০ জন কৃষকের মাঝে ২০ কেজি গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মোট ৩,০৬০ জন কৃষক এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানা গেছে।